দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...

পৃঃ ৩

লাপাত্তা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারছে না ঢাবি কর্তৃপক্ষ

শাহজাহান ভুঁইয়া : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অননুমোদিতভাবে বিদেশে অবস্থানকারী শিক্ষকের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য না পাওয়ায় গতকালও (বুধবার) কোন ব্যবস্থা নিতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা, তথ্য গোপন, নোটিশদানে অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির কারণে হারিয়ে যাওয়া শিক্ষকদের অবস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। এ শিক্ষকদের তথ্য হাজির করতে সংশ্লিষ্ট শাখাকে (প্রশাসন-১) আরো ১৫ দিনের সময় দেয়া হয়েছে।

জানা যায়, উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষাছুটি বা বৃত্তি নিয়ে বিদেশে পড়তে যান এসব শিক্ষক ভাল সুযোগ পেয়ে ঠিকানা বদলিয়ে হারিয়ে গেছেন। লাপাত্তা এই ১১০ শিক্ষকের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনার পরিমাণ প্রায় ২ কোটি টাকা। কর্তৃপক্ষ পাওনা টাকা আদায়ে বিগত একদশক ধরে বারবার তাগিদ দিয়েও তা আদায় করতে পারেনি। এসব শিক্ষকের মধ্যে লেকচারাররা যোগদানের কিছুদিন পরই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষাছুটি নিয়ে আবার কেউ কেউ বৃত্তি নিয়ে কানাডা, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকাসহ পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে পড়তে যান। প্রথমে বিদেশ যাওয়ার সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছয় মাসের বা চাহিদা অনুযায়ী টাকা এসব শিক্ষককে দিয়ে দেয়। পরে যে ক'দিন বিদেশে অবস্থান করেন, কর্তৃপক্ষ সেখানে কিস্তিতে টাকা পৌঁছে দেয়। লেকচারাররা গিয়েছেন মাস্টার্স শেষে এমফিল করতে। এছাড়া সহকারী ও সহযোগী অধ্যাপকরা যান এমফিল বা পিএইচডি করতে। ১১০ জনের মধ্যে ৬৬ জন লেকচারার, ৩ জন প্রফেসর। সূত্র জানায়, বিদেশে যাওয়ার সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এসব শিক্ষকদের চুক্তি হয়েছে তারা দেশে ফিরে আসবেন। শর্ত অনুযায়ী দেশে ফিরে কাজে যোগদান করবেন। পরবর্তীতে আস্তে আস্তে টাকা পরিশোধ করে দেবেন। নিয়মানুযায়ী কোন শিক্ষক ছয় মাস বা এক বছরের জন্য বিদেশে গেলে একাধিক কিস্তিতে সর্বাধিক চার বছরের জন্য ছুটিতে থাকতে পারবেন। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিদেশে গিয়ে পলায়নকারী ১১০ শিক্ষকের মধ্যে ৭১ জনই বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের। এছাড়া কলা অনুষদের ১০ জন, সামাজিকবিজ্ঞান অনুষদের ১৪ জন, আইনের ২ জন, বিজনেস স্টাডিজের ৯ জন এবং আইবিএ'র ৪ জন রয়েছেন।

এ শিক্ষকদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নিতে গতকাল এক জরুরি সভা আহবান করে কর্তৃপক্ষ। বিকাল ৩টায় এ সভা শুরু হওয়ার কথা থাকলেও সংশ্লিষ্ট বিভাগ শিক্ষকদের বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করতে না পারায় সভা বিলম্বে শুরু হয়। অভিযোগ রয়েছে, বিদেশে উচ্চশিক্ষায় গমনকারী শিক্ষকদের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট শাখা সব সময় তথ্য গোপন করে অননুমোদিতভাবে অবস্থানে সহায়তা করে থাকে। এর বিনিময়ে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা নেয়ার অভিযোগও রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। দুর্নীতিবাজ ওইসব কর্মকর্তা-কর্মচারীর সহযোগিতায় এসব শিক্ষক বছরের পর বছর ধরে অবৈধভাবে বিদেশে অবস্থান করেন। গত সিন্ডিকেটে এ অভিযোগে সংশ্লিষ্ট শাখার ১৪ কর্মকর্তাকে শোকজ করা হয়।

এদিকে বিস্তারিত তথ্য না থাকায় হারিয়ে যাওয়া শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে আবারো তথ্য সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট শাখাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ১৫ দিনের মধ্যে শিক্ষকদের অবস্থান জানাতে বলা হয়েছে সভা থেকে। শিক্ষকদের অবস্থান জানাতে বিভিন্ন অনুষদের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে চিঠি দেয়া হবে। এছাড়া ইন্টারনেটের মাধ্যমেও এসব শিক্ষকের অবস্থান নিশ্চিতের চেষ্টা করা হবে। প্রোভিসি প্রফেসর আ ফ ম ইউসুফ হায়দার এ বিষয়টি তদারক করবেন বলে জানান ভিসি। তালিকাভুক্ত ১১০ ছাড়া এ ধরনের আরো কোন শিক্ষক অননুমোদিত ছুটিতে বিদেশে অবস্থান করছেন কি-না তাও জানাতে হবে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে। ১৫ দিনের মধ্যে এসব প্রক্রিয়া শেষ প্রোভিসি ও ট্রেজারারকে বিস্তারিত অবহিত করতে হবে। আগামী ২০ নভেম্বর বিস্তারিত তথ্য হাতে পাওয়ার পর চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে। ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ এ ব্যাপারে বলেন, আমরা চেষ্টা করছি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনা টাকা আদায় করতে। পূর্ণাঙ্গ তথ্য না থাকায় সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়নি। আগামী সভায় বিষয়টি চূড়ান্ত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।